# আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন

আমিনুল ইসলাম ফারুক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

## প্রকাশকের কথা

পূর্বসূরিরা আমাদের যেভাবে নির্মাণ করেছেন, ঠিক সেভাবেই আমরা জাতির জন্য কাজ করছি। কেউ সমাজের জন্য ভালো কিছু করছি, কেউ আবার সমাজ ধ্বংসের কারিগর হিসেবে কাজ করছি। আজকের দিনে আমরা আমাদের উত্তরসূরিদের যেভাবে নির্মাণ করব, ঠিক সেভাবেই তারা ভবিষ্যতে ভূমিকা পালন করবে। পুরো দায়টা আমাদের। কিশোর-যুবাদের নিয়ে সত্যিকারার্থে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। ব্যক্তি ও পরিবার যতটা পারছে, নিজেদের মতো করে গাইডলাইন দিয়ে যাচ্ছে। জাতি হিসেবে আমরা কীভাবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে তৈরি করতে চাই, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও তা নির্ধারিত হয়নি।

আধুনিকতার নামে চরম উন্মাদনার এই পৃথিবী এখন উত্তাল তরঙ্গ। প্রবল স্রোতে তরুণ-যুবাদের ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। প্রয়োজন সতর্ক ও সচেতন দৃষ্টি রাখার। হাত ধরে তাদের শিখিয়ে দিতে হবে। তাদের প্রতিটি কদমের নিচে ফুল বিছিয়ে দিতে হবে। তাদের ভেতরে বুনে দিতে হবে স্বপ্নের বীজ। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নটা প্রোথিত করে দিতে হবে বুকের গহিনে।

এক স্বপ্নচারী তরুণ আমিনুল ইসলাম ফারুক বাংলাদেশের কিশোর-যুবাদের জন্য লিখেছেন *আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন*। বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে পরম মমতা আর ভালোবাসা। আশা করছি, এই বই বাংলাদেশের কিশোর-তরুণদের উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক হবে। বইটি পাঠকদের হাতে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়ার জন্য *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স*-এর পক্ষ থেকে সম্মানিত লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

একটি আলোকিত তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশায়...

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

# আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন

# লেখকের কথা

লেখক হওয়ার স্বপ্ন ছিল না কখনো। লেখক হওয়ার ইচ্ছে জাগেনি এখনও। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে নিরেট একজন সাহিত্যপ্রেমী হয়েই থাকতে চাই আজীবন। সাহিত্যের মৌলিক উপকরণ হচ্ছে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস ইত্যাদি। কিন্তু আমি মনে করি, যা কিছু লিখে প্রকাশ করা হয় সেটাই সাহিত্য। সাহিত্যের ব্যাপারে কথা হলো, সাহিত্য বিপ্লব ঘটাতে পারে না; পারে বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করতে। যুগে যুগে যত বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, তার মূলে ছিল লেখনী শক্তি। ছিল সাহিত্যের স্রোতধারা।

কোনো জাতির অন্তরমূর্তি ছায়া ফেলে তার সাহিত্যের মনমুকুরে। তাই সাহিত্য হচ্ছে জাতির মনের প্রতিধ্বনি। সাহিত্যের ভেতর দিয়েই কোনো জাতির সাচ্চা চেহারা দেখা যায়। পুরো পৃথিবীকে যদি একটি ফুল হিসেবে কল্পনা করি, সাহিত্য তাহলে তার সৌরভ। বলতে দ্বিধা নেই, বেশিরভাগ মানুষ ফুলটি নিয়েই বেশি ভাবছে। ফুলের সৌরভ নিয়ে তাদের ভেতর তেমন কোনো ভাবনা নেই। সেই হিসেবে বাঙালি মুসলমানদের জন্য পর্যাপ্ত সাহিত্য রচিত হয়নি। আর যা রচিত হয়েছে তাতে কুরআন-সুন্নাহর যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি। বাংলা সাহিত্যে যদি মুসলমানদের জীবনের প্রকাশ না থাকে, তবে সে সাহিত্য কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের রূপায়ণ না হলে মুসলিম সম্প্রদায় একদিন তাঁদের আত্মপরিচয় হারাবে।

যদি আপনি গোটা পৃথিবী পালটে দিতে চান, তাহলে শুধু পৃথিবীর রাজনীতি পালটে দিলেই চলবে না। তার সঙ্গে অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিও পালটাতে হবে। একটি তুচ্ছ গ্রেনেড বা গুলি সাহিত্যের চেয়ে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্থিতিকে খুব দ্রুত পালটে দিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তা পালটানো সম্ভব নয়। সাহিত্য মূলত গোটা পৃথিবীর চিত্রটিই পালটে দেয়।

সাফল্যের অর্থ ব্যর্থতার অনুপস্থিতি নয়; এর অর্থ লক্ষ্যের চূড়ান্ত যুদ্ধে জয়লাভ। আমি গভীরভাবে লক্ষ করেছি, বাংলাদেশের শিশু-কিশোর তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে খুবই আগ্রহী। সত্যের আলোয় জীবন বিনির্মাণ ও আদর্শ সমাজ গঠনে সার্থক ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে চায়। পারিপার্শ্বিক সকলকে আন্দোলিত ও উজ্জীবিত করতে চায়। কিন্তু একই সময়ে দেখা যায়। তাদের চিন্তারাশি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে অসত্যের দেয়ালে লেপ্টে গেছে।

শিশু-কিশোরদের কোমল হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে অলসতা, অনৈতিকতা ও কর্মবিমুখতা। পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তাদের ওপর আপাদমস্তক নেতৃত্ব করায় হৃদয় হয়ে পড়েছে অন্তঃসারশূন্য।

তাই জাতির কান্ডারি এই শিশু-কিশোরদের হাতে আমি জ্ঞানের মশাল উঠিয়ে দিতে চাই। তাদেরকে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে ডাকতে চাই। তাদের হাতে এমন পুস্তক শোভা পাক যা সামগ্রিকভাবে উপকারী, প্রামাণ্য হিসেবে ব্যতিক্রম, জ্ঞানের দিক থেকে অসাধারণ, বিষয় হিসেবে যুগান্তকারী। যা স্টাডিতে পাঠক-পাঠিকার ঘুমন্ত হৃদয় জাগ্রত হবে। নীলাকাশের মধ্যে জীবনের গতিপথ পালটে দেওয়ার এক অদ্ভুত প্রেরণা খুঁজে পাবে। হৃদয়ের অতল গহিনে জায়গা নেবে মধ্যবিত্ত স্বপ্নের কথন– আমি আকাশ ছুঁবো।

মুদ্রণ শিল্পের বহুস্তর অতিক্রান্ত হয়ে প্রকাশিত হয় বই। বইটি ত্রুটিমুক্ত করার শত প্রচেষ্টার পরেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকের মনে পীড়া দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এই প্রত্যাশা রইল; তারা যেন এই অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো আমাকে জানান ও ক্ষমাসুন্দর পরশে দেখেন। বইটির গুণগত মানোন্নয়নে গঠনমূলক সমালোচনা ও মূল্যবান পরামর্শ আমাকে জানাবেন বলে আশাবাদী। আমার কাঁচা হাতে লেখার আতিথেয়তা কতটুকু সন্তোষজনক, সেই ভার অর্পণ করলাম সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা, ভাই-বোনদের নিকট। তবে আমার আন্তরিকতায় একটুও কমতি ছিল না, এটুকু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বস্ত করতে পারি।

**আমিনুল ইসলাম ফারুক**
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
ঢাকা-১২০৪

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| কে কে বড়ো হতে চাও | ১১ |
| বড়ো হতে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি | ১৪ |
| বিজয়ী হওয়ার কৌশল | ২২ |
| আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন | ২৯ |
| যেভাবে পড়লে মনে থাকবে | ৪১ |
| উদ্যমী হতে চেষ্টা করো | ৫১ |
| কেমন করে কথা বলবে | ৫৮ |
| সাহস রাখো, সাফল্য তোমার আসবেই | ৬৩ |
| চেষ্টা ও পরিশ্রমই উন্নতির চাবিকাঠি | ৭০ |
| সবাই স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করো | ৮০ |
| কীভাবে বুদ্ধিদীপ্ত হবে | ৮৩ |
| আমার ভাবনায় তারুণ্য | ৮৬ |
| তরুণ-তরুণীদের জন্য তিনটি উপদেশ | ৯২ |
| বড়ো হতে চাই জ্ঞানের শক্তি | ১০১ |
| বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করো | ১১২ |
| সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড় | ১১৯ |
| সাফল্যের বুনিয়াদি উপাদান | ১২৩ |
| সম্মানই মানুষের বড়ো সম্পদ | ১৩২ |
| বাঁচতে হলে জানতে হবে | ১৩৭ |
| শেষ উপদেশ | ১৪৪ |

## কে কে বড়ো হতে চাও

একদিন কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রশ্ন তুলেছিলাম–‘কে কে বড়ো হতে চাও?’ প্রশ্ন শুনে সবাই হাত তুলে বলল, ‘আমরা সবাই।’ সামনে অনেকগুলো উত্তোলিত হাত দেখে চমৎকৃত হলাম। ওরা সবাই বড়ো হতে চায়। বললাম, ‘ভেরি গুড, এই তো চাই। বড়ো হতে হলে সবার আগে বড়ো হওয়ার ইচ্ছা থাকা চাই। যেমন : দেশ-বিদেশে যেতে গেলে আগে মনের মধ্যে দেশ-বিদেশ ঘোরার ইচ্ছাটা থাকা দরকার। এই প্রবল ইচ্ছার সঙ্গে যদি কিছু নির্দিষ্ট কাজ যোগ করতে পারি, তাহলে দুনিয়ার সাফল্য এবং পারলৌকিক লক্ষ্য, দুটোই লাভ করা সম্ভব হবে।’

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন কয়েকজন বন্ধু মিলে পুরো দেশটা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। অথচ আমাদের কারোরই আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। আমাদের হাতে আদর করে টাকা তুলে দিয়ে কেউ বলেনি, ‘যাও বাবা, ইচ্ছামতো দেশ ঘুরে এসো।’ আমাদেরকেই উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

তোমরা ইবনে বতুতার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? তিনি ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক। ছোটোবেলা থেকেই তার ছিল বিশ্বভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা। অথচ তৎকালীন সময়ে এ ভ্রমণের পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; ছিল দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ। আকাশ পথ তো দূরের কথা, তখন আজকের দুনিয়ার মতো রাস্তাঘাট ও যানবাহনও ছিল না। তবুও তিনি দুর্গম পথ অতিক্রম করে সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন। মৃত্যুর মুখোমুখিও হয়েছিলেন বেশ কয়েকবার, কিন্তু থেমে যাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘মৃত্যুভয় মানুষের স্বপ্ন ও অগ্রযাত্রাকে কখনোও রুখে দিতে পারে না।’

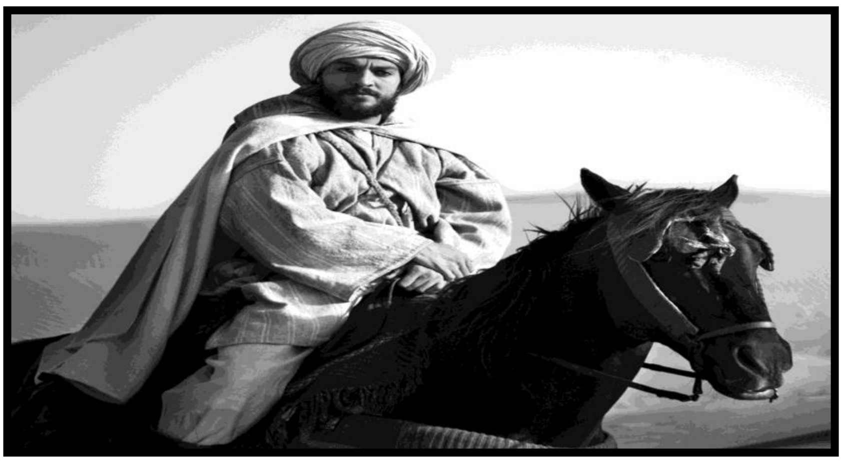

পর্যটক ইবনে বতুতা

এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলেই তিনি সুদূর মরক্কো থেকে ভারতীয় উপমহাদেশেও তরি ভিড়িয়েছিলেন। এ দেশের মানুষের কৃষ্টি-কালচার আর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর মনে যে কতটা দাগ কেটেছিল, তা তিনি বর্ণনা করেছেন *কিতাবুর রেহালা* নামক গ্রন্থে।

ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা ছিল বলেই প্রায় আড়াই মাস সমুদ্র অভিযানের সব রোমাঞ্চকর কাহিনির শেষে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আজকের আমেরিকা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।

ইচ্ছাশক্তির জোরেই মোঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনেরও বহু আগে যুবক মুহাম্মাদ বিন কাসিম সিন্ধু পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইসলামের মশাল জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারুণ্যদীপ্ত বখতিয়ার মাত্র সতেরো জন সাওয়ারি নিয়ে লক্ষণ সেনকে হটিয়ে বাংলার লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে সম্রাট হতে পেরেছিলেন আকবর। যুবক বাবর পেরেছিলেন বিশাল ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস রচনা করতে।

সুতরাং ইচ্ছাশক্তি সফলতাকে আহ্বান করে।

Samuel Beckett বলেছেন,

> 'Ever tried ever failed, no matter.
> Try again, fail again, fail better.'

বর্তমান সময়ের আলোচিত দার্শনিক 'Zig Ziglar' বলেছেন,

> 'Your attitude, not your aptitude, will determine your attitude.'

আর সফলতার জন্য তিনটি বিষয়কে সব সময় মাথায় রাখতে হবে।

- যেখানে আছো, সেখান থেকেই লক্ষ্য অর্জনে লেগে পরো।
- তোমার যা আছে, তাই নিয়ে এগিয়ে যাও।
- যতটুকু সক্ষমতা আছে, ততটুকু দিয়েই শুরু করো। ভালো খারাপ নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই।

তবে মনে রেখো, জীবনের শুরুতেই তোমাকে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ভাবার দরকার নেই, 'আমার দেরি হয়ে গেছে'। জীবন ক্ষুদ্র; তা উপভোগের সময় আরও ক্ষুদ্র। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কখনও সফলতা সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রতিটি সফলতার পেছনেই রয়েছে অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষা।

তাই শুধু স্বপ্ন থাকলেই চলবে না; এর সঙ্গে থাকতে হবে কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগ; বাধাকে জয় করার সাহস, আর সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় মনোভাব।

তো, এবার লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলো দ্রুতপদে। শত্রুকে জবাব দাও তোমার সফলতা দিয়ে। এটিই শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ। মনে রাখবে, যদি প্রতিজ্ঞা হয় ইস্পাতদৃঢ় তবে জয়ের পথে বাধা হবে না কিছুই, সবই হবে তুচ্ছ।

**প্রতিদিন সকালে এই পাঁচটি লাইন বলবে-**
'আমি সেরা,
আমি করতে পারি,
আল্লাহ সর্বদা আমার সঙ্গে আছেন,
আমি জয়ী,
আজকের দিনটা শুধুই আমার।'
-এপিজে আব্দুল কালাম

# বড়ো হতে চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি

ইংরেজিতে একটি কথা আছে-

‘First deserve than desire.’
‘আগে দেখো তোমার যোগ্যতা আছে কি না। তারপর কোনো কিছুর ইচ্ছা করো।’

‘যোগ্যতা আছে কি না’ কথাটার মর্মার্থ অনেক। যোগ্যতা বলতে বোঝায়– বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা। সবাই যোগ্যতা নিয়ে জন্মায় না। যারা যোগ্যতা নিয়ে জন্মান, তাঁদেরকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী (Gifted Child)। এদের সংখ্যা কোটিতে একজন।

বেটোফেন পাঁচ বছর বয়সেই ‘সিম্ফনি’ রচনা করে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। শেখ সাদির দশ বছর বয়সে রচিত কবিতা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ মাত্র পনেরো বছর বয়সে *বনফুল* নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করে ফেলেছিলেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র বারো বছর বয়সে গান লিখে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিলেন।

তবে কজনই-বা এদের মতো ‘Gifted Child’ হয়ে জন্ম নেয়, তাই না? অধিকাংশই হয় সাধারণ মানুষ। তাদের বৃদ্ধিও হয় সাধারণ মানের।

তাই অধিকাংশ মানুষকেই যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হয়। আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভালো রেজাল্ট করলেই বুঝি যোগ্যতা অর্জন হয়ে যায়। কিন্তু না; শুধু ভালো রেজাল্ট করলেই যোগ্য ব্যক্তি হওয়া যায় না। যোগ্যতা অর্জন এবং তা প্রমাণের জন্য এমন বিশেষ কিছু করতে হয়, যা সবার মনে দাগ কেটে যায়।
কেউ হয়তো স্কুল জীবনে পড়াশোনায় ভালো ফল করেছে। ক্লাসে প্রথম হওয়ার কৃতিত্বটা বরাবরই দখলে রেখেছে। তাই বলে একারণেই সে মানুষের মনে দাগ কেটে যোগ্যতা অর্জন করেই ফেলেছে; ব্যাপারটা এমন নয়।

একটু চিন্তা করলে তুমিও বুঝতে পারবে। প্রতি বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় প্রতিটি স্কুল ও মাদরাসা থেকে গড়ে প্রায় ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী A+ পাচ্ছে। এর ফলে বছরে এক লাখেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করছে। আচ্ছা বলো তো, এদের সবাই কি জীবনে বড়ো হতে

পেরেছে? না, পারেনি; বেশিরভাগই গতানুগতিক জীবনযাপন করছে। তার মানে এটা প্রমাণিত, ‘ভালো রেজাল্ট’ আর ‘যোগ্যতা’ দুটো আলাদা জিনিস। আমাদের এ দুটোই অর্জন করতে হবে।

এবার বলো দেখি, বড়ো হওয়া মানে কী? প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত লাগছে, তাই না? মনে মনে হয়তো বলছ, ‘এটা কোনো প্রশ্ন হলো! এটা তো খুবই সহজ। বয়সে বেড়ে ওঠা, চেহারা বড়ো হওয়া, কিংবা লম্বা-চওড়া হওয়াকেই বড়ো হওয়া বলে।’ না, এগুলোকে বড়ো হওয়া বলে না। বড়ো হওয়া মানে হলো, কোনো কিছুতে কৃতিত্ব দেখাতে পারা। এমন বিশেষ কিছু রেখে যাওয়া, যার জন্য লোকে তোমাকে দশজন থেকে আলাদা করতে পারবে; বিশ্ব তোমাকে এক নামে চিনবে।

তোমাকে এমনই একজন বড়ো মানুষের গল্প শোনাই। তাঁর নাম হলো ওমর খৈয়াম। মাত্র দশ বছর বয়সেই তাঁর মনের মধ্যে কবিসত্তা জেগে উঠেছিল। তাঁর শিশু মনের কল্পনায় যেসব ভাবনা জেগে উঠত, তাই লিখে ফেলতেন কবিতার ছন্দে। আর এভাবেই রচনা করে ফেলেছিলেন অজস্র চতুষ্পদী কবিতা। তিনি ছিলেন মূলত একজন বিজ্ঞানী। কিন্তু তাতে কি! খেয়ালি মনে বিজ্ঞান চর্চার অবসরেও রচনা করেছেন অমূল্য সব কবিতা।

খৈয়াম নামের অর্থ ‘তাঁবু নির্মাতা, তাঁবু ব্যবসায়ী’। বংশের কেউ একজন তাঁবুর ব্যবসা করতেন বলে তার বংশের উপাধি হয়েছিল খৈয়াম। আসলে তিনি নিজেই ছিলেন একজন খৈয়াম; অর্থাৎ তাঁবু নির্মাতা। তিনি জ্ঞানের যে তাবু নির্মাণ করে গেছেন, আজও বিশ্বের অগণিত জ্ঞান পিপাসু মানুষ সেই তাঁবুতে প্রবেশ করে নিজের জ্ঞান তৃষ্ণাকে নিবারণ করে।

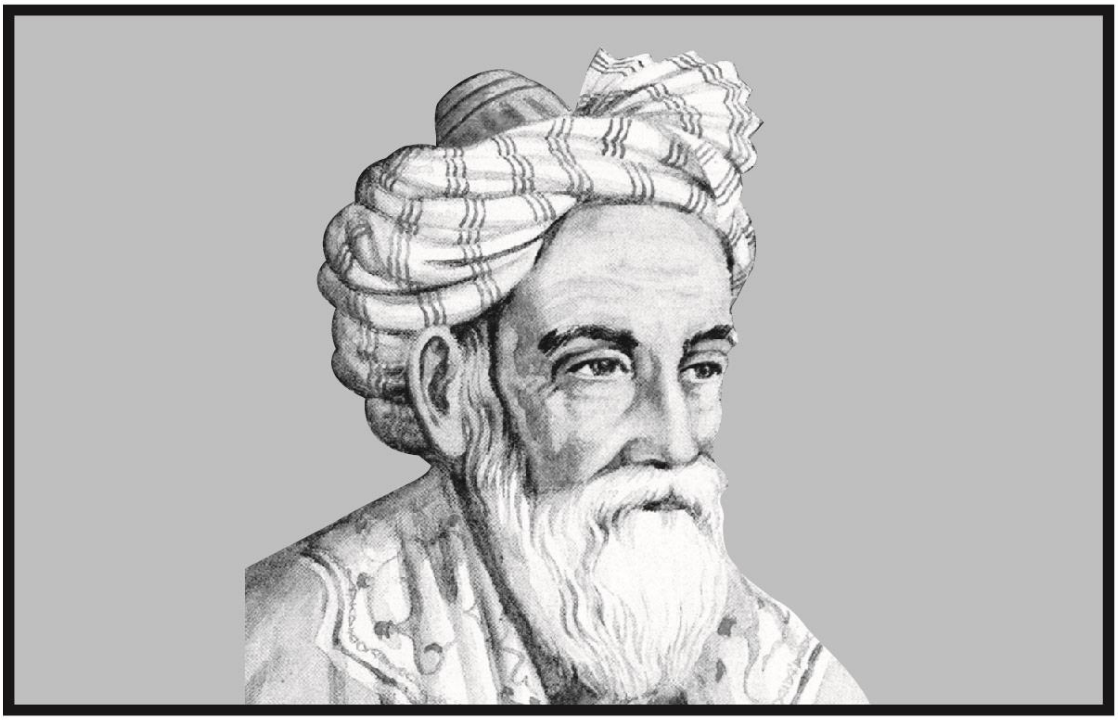

ওমর খৈয়াম